২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের কার্যক্রমের তথ্য/ প্রতিবেদন

১। **দপ্তর/সংস্থা/অনুবিভাগের পরিচিতি** :

নবম জাতীয় সংসদে বিগত ০৫ এপ্রিল ২০১০ তারিখ বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০' (২০১০ সনের ২৩ নং আইন) পাশ করা হয়েছে। আইনটি প্রবর্তিত হওয়ায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির উন্নয়ন, বিকাশ, সংরক্ষণ ও লালনের পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণকে দেশের মূল স্রোতোধারার জাতীয় সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করে তোলার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ সহজতর হয়েছে। এ আইন বলবৎ হবার সাথে সাথে ১৯৮৮ সালে কার্যক্রম শুরু করা এ প্রতিষ্ঠানটি 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান' নামে স্বতন্ত্র আইনগত সত্ত্বাবিশিষ্ট সংবিধিবদ্ধ একটি সংস্থা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রতিষ্ঠানটির পূর্ববর্তী পরিচিতি ছিল 'উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান'।

২। **২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলি** :

ক॥ সংস্কৃতি শাখার কার্যাবলি :

০১) ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখার উদ্যোগে ১ মাস মেয়াদি ত্রিপুরা গড়াইয়া লোকনৃত্যসহ মারমা, বম, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, খেয়াং ও ত্রিপুরা নৃত্য প্রশিক্ষণের ১৫টি কোর্স, মারমা, বম ও খেয়াং সংগীতের ৪টি প্রশিক্ষণ কোর্স এবং কবিতা আবৃত্তি ও প্রমিত উচ্চারণ প্রশিক্ষণের ১টি কোর্সে মোট ৫৪৮ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

০২) সাত কর্মদিবস মেয়াদি কর্মশালাভিত্তিক অভিনয় প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন ৩টি এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষায় নাটক, থিয়েটার ও লোকনাট্য মঞ্চায়ন কর্মসূচির আওতায় ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা ও ম্রো ভাষায় নাটক মঞ্চায়ন ৩টি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।

০৩) আবহমান বাংলা সংস্কৃতির চার বছর মেয়াদি কণ্ঠ সংগীত শিক্ষা কোর্স ও নৃত্য শিক্ষা কোর্স (ছোট শিশুদের জন্য আলাদা শাখা) এবং যন্ত্র সংগীত (তবলা) শিক্ষা কোর্সের বার্ষিক পরীক্ষায় (লিখিত ও ক্রিয়াত্মক) কৃতকার্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৯৮ জন।

০৪) বান্দরবান পার্বত্য জেলার সকল তথা ১১টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংগীত ও নৃত্য বিষয়ে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৮', বাংলা নববর্ষ ১৪২৬ ও সাংগ্রাইং-সাংক্রাইং-সাংরান-চাংক্রান-বিজু-বিষু-বৈসু উৎসবসহ বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন ৯টি। পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন ১৬টি। প্রদত্ত পুরস্কারের সংখ্যা ৮১০টি।

০৫) ১৫ আগস্ট ২০১৮ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদত বার্ষিকীতে 'জাতীয় শোক দিবস ২০১৮' পালন উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন। প্রদত্ত পুরস্কারের সংখ্যা ১৮৬টি।

০৬) নবান্ন উৎসব ১৪২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষে 'ত্রিপুরাদের নবান্ন উৎসব মাইক্তা চাম পান্দা ২০১৮' আয়োজন। অনুষ্ঠানে শুভ নবান্ন র‍্যালি, জুমচাষের সরঞ্জামাদি ও জুমের নতুন ফসল প্রদর্শন, ত্রিপুরাদের লোকসংগীত ও লোকনৃত্যানুষ্ঠান, আলোচনা সভা ও নতুন ধানের পিঠামেলা, জুমের ফসল উৎসর্গ ও প্রার্থনা এবং নবান্ন পরিবেশন। অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী (তৎকালীন) জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি মহোদয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন (০৬ অক্টোবর ২০১৮ শনিবার, নিবেদিতা কুমারী মারিয়ার ধর্মপল্লী মিলনায়তন, বলিপাড়া, থানচি উপজেলা)।

০৭) বান্দরবান পার্বত্য জেলার সুপ্রাচীন ও বৈচিত্র্যময় আদি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকসাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৮' আয়োজন। উৎসবে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকসংগীত, লোকনৃত্য ও লোকনাট্য পরিবেশন এবং পিঠামেলা আয়োজন করা হয়। উৎসবে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ৮ (আট) জন কৃতী ও বরেণ্য লোকশিল্পীকে আজীবন সম্মাননা ও ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হয়। উৎসবে

অংশগ্রহণকারী লোকশিল্পীর সংখ্যা ২১১ জন (১৬ নভেম্বর ২০১৮ শুক্রবার, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান)।

০৮) ১৭ মার্চ ২০১৯ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন। প্রদত্ত পুরস্কারের সংখ্যা ১৬২টি।

০৯) ২৬ মার্চ ২০১৯ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসন, ঢাকা কর্তৃক বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকায় আয়োজিত শিশু-কিশোর সমাবেশ ও কুচকাওয়াজে দেশের স্বনামধন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কাউটস, গার্ল গাইডস এবং শিশু-কিশোর সংগঠনের সাথে বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের মারমা, চাকমা, ত্রিপুরা, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, লুসাই, খেয়াং, খুমী, চাক, পাংখোয়া ও বাঙালি শিল্পীগণ অর্থাৎ বান্দরবান পার্বত্য জেলার ১২টি জাতিগোষ্ঠীর ১০৪ জন মেয়ে নৃত্য শিল্পীর একটি দল 'উন্নয়ন সোপানে বাংলাদেশ' শীর্ষক ডিসপ্লে পরিবেশন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সালাম গ্রহণ এবং কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন। সমাবেশে দেশবরেণ্য ব্যক্তিবর্গও উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনে অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। দেড় মাসব্যাপী অদম্য প্রচেষ্টা ও কঠোর অনুশীলনের ফসল হিসেবে ইনস্টিটিউটের শিল্পীদলটি ডিসপ্লেতে ৬টি দলের মধ্যে ২য় স্থান অর্জন করে।

১০) ম্রোদের চাংক্রান উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে ম্রোদের ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প সামগ্রী তৈরি, ক্রীড়া ও লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা, পিঠা উৎসব এবং লোকসংগীত অনুষ্ঠান আয়োজন। অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি মহোদয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন (১১ এপ্রিল ২০১৯ বৃহস্পতিবার, সাকখয় পাড়া ব্রিকফিল্ড মাঠ, টংকাবতী ইউনিয়ন, বান্দরবান সদর উপজেলা)।

১১) ত্রিপুরাদের বৈসু উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে ত্রিপুরাদের ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়া ও গড়াইয়া লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা, পিঠা উৎসব এবং লোকজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন। অনুষ্ঠানে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব ক্য শৈ হ্লা মহোদয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন (১২ এপ্রিল ২০১৯ শুক্রবার, অন্তহা ত্রিপুরা পাড়া, রোয়াংছড়ি উপজেলা)।

১২) মারমাদের সাংগ্রাইং উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে মিনি ম্যারাথন দৌড়, সাংগ্রাইং মঙ্গল শোভাযাত্রা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী এবং মারমাদের ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে বয়োজ্যেষ্ঠ পূজা অনুষ্ঠান আয়োজন। অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি মহোদয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন (১৩ এপ্রিল ২০১৯ শনিবার, রাজার মাঠ, বান্দরবান)।

১৩) মাহা সাংগ্রাইং পোয়েঃ ও ১৩৮১ সাক্করই মারমা বর্ষবরণ উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে মারমাদের ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, পিঠা উৎসব, লোকজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পুরস্কার বিতরণী এবং মৈত্রী পানি বর্ষণ অনুষ্ঠান আয়োজন। অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি মহোদয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন (১৭ এপ্রিল ২০১৯ বুধবার, রাজবিলা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, বান্দরবান সদর উপজেলা)।

১৪) খুমীদের সাংক্রাইং ও লোকসাংস্কৃতিক উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে খুমীদের ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী, পিঠা উৎসব এবং লোকজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন। উৎসবে অংশগ্রহণকারী লোকশিল্পীর সংখ্যা ১৪ জন (২০ এপ্রিল ২০১৯ শনিবার, লংথাং পাড়া, ২ নং তারাছা ইউনিয়ন, রোয়াংছড়ি উপজেলা)।

১৫) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পিঠামেলা আয়োজন ৩টি এবং প্রদর্শিত পিঠার সংখ্যা ৩০টি।

খ॥ <u>গবেষণা ও প্রকাশনা শাখার কার্যাবলি</u> :

০১) দুই মাস মেয়াদি (৬০ কর্মদিবস হিসেবে) মারমা, বম, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, চাক, ত্রিপুরা ও খুমী অর্থাৎ ৭টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষার বর্ণমালার মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা শিক্ষা কোর্স (অক্ষর জ্ঞান) আয়োজন ১৮টি। শিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫২৩ জন।

০২) স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং সমপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষায় লিখতে, পড়তে ও বলতে পারার দক্ষতা পরীক্ষা এবং সার্বিক ক্ষেত্রে মান উন্নয়ন করার উদ্দেশ্যে মারমা, বম, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, চাক, ত্রিপুরা ও খুমী অর্থাৎ ০৭টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষার বর্ণমালার মাধ্যমে 'মাতৃভাষায় সাহিত্য প্রতিযোগিতা ২০১৮' এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বিষয়ক 'রচনা প্রতিযোগিতা ২০১৮' আয়োজন এবং বিজয়ীদের পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণ। ৮টি প্রতিযোগিতায় প্রদত্ত পুরস্কারের সংখ্যা ১৮০টি।

০৩) শুভ বাংলা নববর্ষ ১৪২৬ ও সাংগ্রাইং-সাংক্রাইং-সাংরান-চাংক্রান-বিজু-বিষু-বৈসু উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন : লোকসংস্কৃতির অনন্য ধারা' শীর্ষক দিনব্যাপী একটি কর্মশালা আয়োজন। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী রিসোর্স পারসনের সংখ্যা ৫৫ জন (০৬ এপ্রিল ২০১৯ শনিবার, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট অডিটরিয়াম, বান্দরবান)।

০৪) নবান্ন উৎসব ১৪২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে 'ব্যুটাহ্ প্যই : খিয়াংদের নবান্ন উৎসবের সোনালী অতীত' শীর্ষক দিনব্যাপী একটি কর্মশালা আয়োজন। কর্মশালায় মোট ৪৫ জন রিসোর্স পারসন অংশগ্রহণ করেন (২৭ এপ্রিল ২০১৯ শনিবার, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট অডিটরিয়াম, বান্দরবান)।

গ॥ <u>গ্রন্থাগার ও জাদুঘর শাখার কার্যাবলি</u> :

০১) দুই মাস মেয়াদি (৬০ কার্যদিবস হিসেবে) খেয়াং, চাক, ম্রো, খুমী ও চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুনন ও পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন (কেবল নারীদের জন্য) ০৫টি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৯৫ জন।

০২) ইনস্টিটিউট জাদুঘরে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী ও প্রত্নবস্তু সংগ্রহ ১৮টি।

৩। **২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা** :

০১) এক মাস মেয়াদি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংগীত, নৃত্য ও বাদ্য, কবিতা আবৃত্তি ও প্রমিত উচ্চারণ এবং চিত্রাঙ্কন (শিশুদের জন্য) শিক্ষাদানের ২১টি কোর্সে মোট ৫৫৫ জন দক্ষ শিল্পী তৈরি করা।

০২) সাত কর্মদিবস মেয়াদি কর্মশালাভিত্তিক ৩টি অভিনয় প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে মোট ৫২ জন দক্ষ শিল্পী তৈরি করা এবং প্রশিক্ষণার্থীগণের অংশগ্রহণে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষায় ৩টি নাটক ও থিয়েটার মঞ্চায়ন করা।

০৩) আবহমান বাংলা সংস্কৃতির চার বছর মেয়াদি কণ্ঠ সংগীত শিক্ষা কোর্স ও নৃত্য শিক্ষা কোর্স (ছোট শিশুদের জন্য আলাদা শাখা) এবং যন্ত্র সংগীত (তবলা) শিক্ষা কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে মোট ১০০ জন দক্ষ শিল্পী তৈরি করা।

০৪) জাতীয় শোক দিবস ২০১৯, মহান বিজয় দিবস ২০১৯, মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২০, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৯তম জন্মবার্ষিকী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, শুভ বাংলা নববর্ষ ১৪২৭ ও সাংগ্রাইং-সাংক্রাইং-সাংরান-চাংক্রান-বিজু-বিষু-বৈসু উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে বর্ষবরণ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাসহ মোট ৯টি প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে মোট ৮১০ জন প্রতিযোগীকে পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণ করা এবং বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন ও প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী উপলক্ষে মোট ১৬টি অনুষ্ঠান আয়োজন করা।

০৫) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে মোট ২৫ জন প্রতিযোগীকে পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণ করা।

০৬) শুভ বাংলা নববর্ষ ১৪২৭ ও সাংগ্রাইং-সাংক্রাইং-সাংরান-চাংক্রান-বিজু-বিষু-বৈসু উৎসব এবং অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে মোট ১০২ জন বিশেষজ্ঞ আলোচক ও রিসোর্স পারসনের অংশগ্রহণে ২টি কর্মশালা আয়োজন করা।

০৭) বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ২৩৫ জন লোকশিল্পীর অংশগ্রহণে ৩টি লোকসাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন এবং ৪টি পিঠামেলায় মোট ৩৫টি পিঠা প্রদর্শনের মাধ্যমে গ্রামীণ ও লোকজ পিঠা তৈরির কৃষ্টি লালনে উৎসাহ প্রদান করা।

০৮) ৭টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষার অক্ষর জ্ঞান শিক্ষার ২ মাস মেয়াদি ১৯টি কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে তাদের মাতৃভাষা ও বর্ণমালা সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধকরণে সহায়তা প্রদান এবং অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন মোট ৫৩৫ জন শিক্ষার্থী তৈরি করা।

০৯) ৭টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষার বর্ণমালার মাধ্যমে তাদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় সাহিত্য প্রতিযোগিতা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বিষয়ক বাৎসরিক রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে মোট ১৮৫ জন প্রতিযোগীকে পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণ করা। এর পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় দিবস ও উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে প্রতিভাবান লেখক ও সাহিত্যিক সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান করা।

১০) বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুনন ও পোশাক তৈরির ২ মাস মেয়াদি ৬টি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে মোট ১১০ জন দক্ষ নারী তাঁতী তৈরি করা এবং তাদের নিজস্ব পোশাকের বৈচিত্র্যপূর্ণ ঐতিহ্য ও প্রযুক্তি লালনে সহায়তা প্রদান করা।

১১) ইনস্টিটিউট জাদুঘরের জন্য ১৮টি দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী ও প্রত্নবস্তু সংগ্রহের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা।

৪। **বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখযোগ্য অন্য কোন বিষয়** : ---

৫। **বার্ষিক প্রতিবেদনে মুদ্রণের জন্য ছবি সংযুক্ত করতে হবে** :

বিঃ দ্রঃ - ই-মেইল মারফত মোট ২০(বিশ)টি ছবি প্রেরণ করা হলো।

উপসংহার : বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট বান্দরবান পার্বত্য জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত মারমা, ম্রো, ত্রিপুরা, বম, তঞ্চঙ্গ্যা, চাকমা, চাক, খেয়াং, খুমী, লুসাই ও পাংখোয়া অর্থাৎ ১১টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণকে অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন, সংস্কৃতিমনস্ক, সৃজনশীল ও আলোকিত পার্বত্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলার রূপকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের ব্যাপক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, লোকশিল্প, মাতৃভাষা, বর্ণমালা, সাহিত্য, রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদি সংরক্ষণ, লালন, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন করার অভিলক্ষ্যে এ ইনস্টিটিউটের সার্বিক কার্যক্রমকে অধিকতর জনসম্পৃক্ত এবং গণমুখী ও সেবাধর্মী করা হয়েছে।